প্রথম আলো

তারিখ ... 5 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ...

চার বিশিষ্ট নাগরিকের প্রতিক্রিয়া

প্রধানমন্ত্রী সরে গেলে হবে না কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরে দাঁড়ালেও সংগঠনটির উচ্ছৃঙ্খল নেতা-কর্মীদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসবে না বলে মনে করেন চার বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁরা বলেছেন, ছাত্রলীগ সাম্প্রতিক সময়ে যেসব কর্মকাণ্ড করছে, তার সঙ্গে সাংগঠনিক বা আদর্শিক কোনো বিষয় জড়িত নয়। তাই প্রধানমন্ত্রী আবেগের বশবর্তী না হয়ে আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করবেন বলে তাঁদের প্রত্যাশা।

বিশিষ্ট নাগরিকেরা একবাক্যে প্রচলিত আইনে ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এই চার বিশিষ্ট নাগরিক হলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সাবেক দুই উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান ও সুলতানা কামাল এবং শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।

প্রথম আলোকে দেওয়া তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিশিষ্ট নাগরিকেরা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে চাঁদাবাজি, হল দখল ও ভর্তি-বাণিজ্যের মতো ঘটনাগুলোর বেশির ভাগই ঘটেছে বেআইনিভাবে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। এই তৎপরতা কোনো আবেগ, উপদেশ, পরামর্শ বা অনুরোধে থামবে না।

শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামান বলেন, সরকারদলীয় ছাত্ররা যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছিল, প্রধানমন্ত্রী তার নিন্দা জানালেন। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের জন্য এটা একধরনের বার্তা এবং এর মাধ্যমে সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনকে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে আসা উচিত। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে সরকারি ছাত্রসংগঠন নানা সুবিধা নিয়ে থাকে। এটা আর চলতে পারে না এবং এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

প্রধানমন্ত্রী সরে গেলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর অবসান হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত থেকে ছাত্রলীগ শিক্ষা নেবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সাবেক উপদেষ্টা এ এস এম শাহজাহান বলেন, ছাত্রলীগ সাম্প্রতিক সময়ে যেসব অপরাধমূলক ঘটনা ঘটিয়েছে, সেখানে আবেগ বা উপদেশ নয়, অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দিতে হবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বারবার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। তাই আবেগের পরিবর্তে বেগ বা গতি দেখাতে হবে এবং আইনের মাধ্যমে সেই গতি দেখাতে পারলে সুফল পাওয়া যাবে।

পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক শাহজাহান আরও বলেন, ছাত্রলীগকে কঠোরভাবে এখনই নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি, নির্বাচনী অঙ্গীকার ও দিনবদলের স্বপ্ন ব্যর্থ হবে। প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে গেলেও ছাত্রলীগ যেসব কাজ করছে, সেগুলো সাংগঠনিক বিষয় নয়। হল দখল, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও ভর্তি-বাণিজ্যের সঙ্গে আদর্শের কোনো সম্পর্ক নেই, থাকতে পারে না। তিনি আরও বলেন, ছাত্রলীগ অপরাধ করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা কেউ কিছু করছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে স্পষ্টভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলতে হবে। শুধু বললেই হবে না, কোনো পুলিশ যদি এমন পরিস্থিতিতে নীরব থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক যেসব নেতা ছাত্রলীগকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, ছাত্রলীগ যেসব করেছে, সেটা অপরাধ কর্মকাণ্ড। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা ভালো লক্ষণ। প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় কি না, তা এখন দেখার বিষয়। সুলতানা কামাল আরও বলেন, ছাত্রলীগের হাতে সাম্প্রতিককালে কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী হতাহত হয়েছেন। নির্মোহ তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যাতে আর কেউ এমন অপরাধ করতে সাহস না পায়।

শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর বিষয়টি একটি বার্তা এবং এর ফলে আমি আনন্দিত। তবে ছাত্রলীগ এখন যেসব ঘটনা ঘটাচ্ছে, সেখানে সাংগঠনিক বা আদর্শভিত্তিক কোনো বিষয় নেই। তারা আইনের বরখেলাপ এবং ফৌজদারি অপরাধ করছে। তাই তাদের আইনের হাতে তুলে দিতে হবে এবং প্রচলিত আইনে শাস্তি দিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এখন বলেই দিলেন, তাঁর সঙ্গে ছাত্রলীগের আর সম্পর্ক নেই। এর অর্থ কেউ অপরাধ করলে পার পাবে না, তিনি অপরাধীদের পাশে আর থাকবেন না।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে নিজের ঘর সামলানোর উদ্যোগ নিতে হবে। এরপর ছাত্রদল, ছাত্রশিবিরসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠনে এ ধরনের সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে। তবে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগে ছাত্রশিবির বা ছাত্রদল যেন ফাঁকা মাঠে দুর্বৃত্তপনা করতে না পারে, প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।